দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

জা.বিতে নতুন সিলেকশন কমিটি গঠন নিয়ে বিতর্ক

ইমরান হোসেন ইমন ॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান প্রশাসনের আমলে কয়েকটি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে রীতিবহির্ভূতভাবে নতুন সিলেকশন কমিটি গঠন নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনকে সম্পূর্ণরূপে দলীয়করণ করার নীলনকশা বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান প্রশাসন নতুন সিলেকশন কমিটি গঠন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে জা.বি'র ৩০ বছরের রীতি অনুযায়ী সদ্য বাতিলকৃত সিলেকশন কমিটির ২ বছর অতিবাহিত না হওয়ার আগেই বাতিল এবং গত প্রশাসনের আমলে কয়েকটি বিভাগে নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকদের নিয়োগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সুপারিশ সিন্ডিকেট বাতিল করায় সংশ্লিষ্টরা আইনের আশ্রয় নিতে পারে বলে জানা গেছে।

গত বছরের নভেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ সালে অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করে বিএনপি-জামাত নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার মনোনীত জা.বির বর্তমান উপাচার্য ক্ষমতা গ্রহণের পর সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দফায় ১৪টি বিভাগে ৩৫টি পদে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

এর মধ্যে গত ১৬-৫-২০০২ এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে যেসব বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগে ১ জন স্থায়ী অধ্যাপক ও ১ জন স্থায়ী সহযোগী অধ্যাপক; ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে ৩ জন স্থায়ী প্রভাষক; অর্থনীতি বিভাগে ১ জন স্থায়ী প্রভাষক; ফার্মেসি বিভাগে ২ জন স্থায়ী সহযোগী অধ্যাপক, ১ জন স্থায়ী সহকারী অধ্যাপক, ১ জন স্থায়ী প্রভাষক ও ২ জন অস্থায়ী প্রভাষক; প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে ১ জন স্থায়ী সহকারী অধ্যাপক; পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগে ১ জন অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপক ও ১ জন অস্থায়ী প্রভাষক; ইংরেজি বিভাগে ১ জন সহকারী (স্থায়ী) অধ্যাপক, ১ জন অস্থায়ী প্রভাষক এবং ১ জন স্থায়ী অধ্যাপক, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগে ২ জন অস্থায়ী প্রভাষক; ভূ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগে ১ জন স্থায়ী প্রভাষক; প্রাণ-রসায়ন ও আণবিক জীববিজ্ঞান বিভাগে ১ জন স্থায়ী সহযোগী অধ্যাপক; প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ৩ জন অস্থায়ী প্রভাষক; গণিত বিভাগে ২ জন অস্থায়ী প্রভাষক; উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে ১ জন স্থায়ী প্রভাষক ও ৩ জন অস্থায়ী প্রভাষক (২ জন সহকারী অধ্যাপকের ছুটিজনিত শূন্য পদের কারণে এবং ১ জন প্রভাষকের ছুটির কারণে); পরিসংখ্যান বিভাগে ১ জন স্থায়ী প্রভাষক এবং ২ জন অস্থায়ী প্রভাষক (১ জন শূন্য স্থায়ী সহকারী অধ্যাপক ও ১ জন প্রভাষকের ছুটির কারণে)।

এখানে উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগ সরকার আমলে কয়েকটি বিভাগে মোট ৭ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। সেইসব নিয়োগকে অবৈধ ও নিয়োগে স্বজনপ্রীতি এবং দলীয়করণের অভিযোগ এনে সেইসব নিয়োগ বাতিল করা হয় এবং পরবর্তীতে সেইসব বিভাগেও শিক্ষক নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়।

বিশ্ববিদালয়ে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক স্বল্পতা নিরসন, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং সর্বোপরি সেশন সময়োপযোগী হলেও এর স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এদিকে গত প্রশাসনের আমলে ২ বছরের জন্য গঠিত পুরনো সিলেকশন কমিটির মেয়াদ পূরণ হওয়ার আগেই বাতিল করায় নতুন সিলেকশন কমিটি গঠন নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নতুন সিলেকশন কমিটি সদস্যদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে আওয়ামীপন্থী এক সিন্ডিকেট সদস্য বলেন, রীতিবহির্ভূতভাবে সিলেকশন কমিটি বাতি

জা.বি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

জা.বি ঃ বিতর্ক

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

করে দলীয় শিক্ষকদের মনোনয়নের নীলনকশা বাস্তবায়নের জন্য নতুন সিলেকশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপাচার্য পুরনো সিলেকশন কমিটির নির্দিষ্ট কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনে তা সরাসরি বাতিল করায় আরেকটি অবৈধ প্রক্রিয়ার নজির স্থাপন করলেন।

জানা গেছে, নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকদের নিয়োগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সুপারিশ সিন্ডিকেট বাতিল করায় সংশ্লিষ্টরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক জসিমউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ মোতাবেক সিন্ডিকেটের নতুন সিলেকশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। অতীতের মতো যোগ্যতাহীনদের নয়, মেধাবীদের নিয়োগ দেয়া হবে। এক্ষেত্রে দলীয়করণের কোন সুযোগ নেই।